



গৃহস্থের ঘরের পিছনে বেঁধুর গাছ আছে। সেই বেঁধুর গাছের পাতা ঠেঁটি দিয়ে সেলাই করে টুন্টুনি পাখিটি তার দাঢ়া হেঁচেছে।

বাসাৰ ভিতৰে টিনটি ছোট্ট-কোটু ছানা হয়েছে। শুন জোটু ছানা, তোদা উড়তে পারে না, চোখও মেলতে পারে না। খালি ঝোঁক করে, আৰ চোঁচি কৰে।

গৃহস্থের বিড়ালটা ভাবী হুন্ট। সে খালি তালে ‘টুন্টুনিট ছানা খান।’ একমিন সে বেঁধুর গাছের হালাত এসে বললে, ‘কি কৰচিস লা টুন্টুনি ?’

টুন্টুনি তোদা মাদা ঠেঁটি করে বেঁধুর গাছের তালে ঠেকিয়ে বললে, ‘প্ৰথা হই, মহাবাবী !’

তাকে বিড়ালৰী ভাবী খুঁটি হয়ে চলে গোল।

এমনি সে দোজ আসে, দোজ টুন্টুনি তাকে প্ৰথাম কৰে আৰ মহাবাবী বলে, আৰ সে খুঁটি হয়ে চলে যায়।

এখন টুন্টুনিটি ছানাৰুলি কড় হয়েছে, তাদেৱ সুন্দৰ পাথা হয়েছে। তোদা আৰ চোখ বুজে পাকে না। তা দৰেখে টুন্টুনি হাসেই বললে, ‘বাবা, তোদা উড়তে পারবি ?’

ছানাবা বললে, ‘হ্যা মা, পারবি !’

টুন্টুনি বললে, ‘হৈ দেখতো দেখি, কৈ তাল গাঁচেৰ তালে গিয়ে বসতে পাৰিস কিবা !’

উপৰেৰ জাপ্যাজাটি পত্ৰ মীচে অশুলিষ্ট উত্তৰ ২৩ -

১। বেঁধুন জাল কোথামু পুন্ড?

২। টুন্টুনি গাঁচি কৈতৰ বলৱ বাম দৈক্ষিণ্য?

৩। বিড়ালটি ফি ঘোৰ বাল-জৰুত?

৪। বিগুড়ি অৰূপৰে

কুন্দু

উড়ুত

৫। পাঞ্জুনু কৃষি

সুন্দু

গুণাম

Copy the questions and solve them on a sheet of paper. Belowwise keep the worksheet ready in a file to be submitted on the opening day.